240287 - আমলে নষ্ঠিার (ইখলাসরে) মূলনীতসিমূহ

প্রশ্ন

বান্দার উচতি যে কোনো আমল করার আগে নয়িতকে স্মরণ করা এবং নয়িতকে পরশিুদ্ধ করা। এটি কীভাবে করতে হয়? আপনি যে আমল করছনে তা সঠকি এবং একনষ্ঠিভাবে আল্লাহর জন্যই সম্পাদতি হচ্ছে তা জানার মূলনীতসিমূহ ও মাপকাঠগিুলো কী কী?

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

আমলে একনষ্ঠিতার মূলনীতসিমূহ:

ব্যক্তি কোনো আমল এই উদ্দশ্যে না করা যে, মানুষ তাকে দখেছে বা তার ব্যাপারে শুনবে।
তার ব্যাপারে মানুষরে প্রশংসা বা নন্দিার সাথে যনে তার অন্তর জুড়ে না যায়।
আমল প্রকাশ্যে করার চয়েে গোপনে করা তার কাছে বশেি পছন্দনীয় হবে।
প্রসদ্ধি ও খ্যাতরি স্থানগুলো থকেে সে দূরে থাকার চষ্টো করবে; তবে যদি এর মাঝে কোন শরয়ি কল্যাণ থাকে তাহলে ভন্নি কথা।
মানুষকে দখোনোর উদ্দশ্যে আমল বাড়য়িে কংিবা সুন্দরভাবে করবে না।
নজিকেে সবসময় অভযিুক্ত করে যাবে; নজিরে কোনো কৃতত্বি আছে বলে মনে করবে না।
আমল করার পর ঘাটতরি কথা অনুভব করে বশেি বশেি ইস্তগিফার করবে।
নকে কাজ করার জন্য আল্লাহর তৌফকি লাভরে দরুন আনন্দতি হবে।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

নয়িতরে পরশিুদ্ধি আমল কবুলরে ভত্তিি

কোনো আমল করার সূচনালগ্নে একজন মুসলমিরে সবচয়েে গুরুত্বপূর্ণ যে বষিয়টতিে মনোযোগ দয়ো উচতি সটো হচ্ছে নয়িতরে কথা স্মরণ করা ও নয়িতকে পরশিুদ্ধ করা।কারণ আমল কবুল হওয়া কংিবা প্রত্যাখ্যান হওয়া নয়িতরে উপরই

নর্িভর করছে। নয়িতকে কন্েদ্র করইে অন্তর পরশিুদ্ধ হয় কংিবা নষ্ট হয়।

কউে যদি নজি আমলে সঠকি নয়িত করতে চায় তাহলে অবশ্যই তাকে ভবেে দখেতে হবে যে কোন বষিয়টি তাকে এই আমলরে প্রতি উদ্বুদ্ধ করছে। তার আমলরে উদ্দশ্যে যনে হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা, তাঁর আনুগত্য করা এবং তাঁর নর্িদশে পালন করা। এভাবইে তার নয়িত কবেল আল্লাহর জন্য হবে। এরপর তার কর্তব্য হলো আল্লাহর জন্য একনষ্ঠি এই মূল কর্মপ্ররেণাকে সংরক্ষণ করা। তাই আমলকালীন সে অন্যদকিে ফরিবে না। তার অন্তর ও নয়িত বদলে ফলেবে না। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দকিে সে ঝুঁকবে না। অন্য কোনো কছিুকে সে অংশীদার করবে না।

আমলে একনষ্ঠিতার মূলনীতসিমূহ

বান্দার আমল যে নষ্ঠিাপূর্ণ এবং সে যে কবেল আল্লাহর জন্য এই আমলটি করছে সটেি সে নম্নিোক্ত বষিয়গুলো মনেে চলার মাধ্যমে জানতে সক্ষম হবে:

- ব্যক্তি কোনো কাজ এই উদ্দশ্যে করবে না যে, মানুষজন তাকে দখেবে এবং তার ব্যাপারে শুনবে।

বুখারী (৬৪৯৯) ও মুসলমি (২৯৮৭) জুন্দুব (রাঃ) থকেে বর্ণনা করনে তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "যে ব্যক্তি লোক-শুনানোর উদ্দশ্যে আমল করবে আল্লাহ তার ব্যাপারে মানুষকে শুনয়িে দবিনে। আর যে ব্যক্তি লোক-দখোনোর উদ্দশ্যে আমল করবে আল্লাহ তার বষিয়টি দখেয়িে দবিনে।"

হাফযে ইবনে হাজার রাহমিাহুল্লাহ বলনে:

খাত্তাবী বলছেনে: হাদসিটরি অর্থ হলো: যে ব্যক্তি ইখলাস তথা নষ্ঠিা ছাড়া কোনো আমল করবে এবং তার আমলরে নছিক উদ্দশ্যে হবে মানুষকে দখোনো ও শোনানো; এর ফলস্বরূপ আল্লাহ তার প্রকৃত অবস্থা জনসম্মুখে ফাঁস করে দবিনে, তাকে কলঙ্কতি করবনে এবং সে যা গোপন করে রখেছেলি তা তনিি প্রকাশ করে দবিনে।

অন্য আরকেটি ব্যাখ্যা হচ্ছে: যে ব্যক্তি তার আমলরে মাধ্যমে মানুষরে কাছে প্রভাব-প্রতপিত্তি ও গ্রহণযোগ্যতা পতেে চাইবে, আল্লাহর সন্তুষ্টরি উদ্দশ্যে করবে না; আল্লাহ তাকে সে সকল মানুষরে কাছে আলোচনার পাত্র বানয়িে দবিনে যাদরে কাছে সে মর্যাদা পতেে চাইছলি। তবে তার জন্য আখরিাতে কোনো নকেী থাকবে না।"[ফাতহুল বারী (১১/৩৩৬) থকেে সমাপ্ত]

আল-ইযয ইবনে আব্দুস সালাম বলনে: 'নকে আমল গোপন রাখা মুস্তাহাব হওয়ার ক্ষত্রেে ব্যতক্রিম অবস্থা হলো: কউে যদি এ উদ্দশ্যে আমল প্রকাশ করে যাতে তার অনুসরণ করা হয় কংিবা তার থকেে (লোকে) উপকৃত হতে পারে। যমেন: জ্ঞান লখিে রাখা।'[সমাপ্ত][ফাতহুল বারী (১১/৩৩৭)]

- তার ব্যাপারে মানুষের প্রশংসা অথবা নিন্দার সাথে যেন তার অন্তর জুড়ে না যায়।

ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "বান্দার কদম যখন বিনয়ের স্তরে স্থিতিশীল হয় ও সুদৃঢ় হয়; তখন তার হিম্মত উন্নত হয় এবং তার আত্মা প্রশংসা ও নিন্দার হাতছানির উর্ধ্বে উঠে যায়। তখন সে মানুষের প্রশংসায় আনন্দিত হয় না এবং মানুষের নিন্দায় মনোকষ্ট পায় না। এটি এমন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য যে কুপ্রবৃত্তির প্রভাব থেকে বের হতে পেরেছে, নিজ রবের ইবাদত করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে এবং যার অন্তর ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাসের সুমিষ্ট স্বাদ অর্জন করেছে।"[সমাপ্ত][মাদারিজুস সালিকীন (২/৮)]

- আমল প্রকাশ্যে করার চেয়ে গোপনে করা তার কাছে বেশি পছন্দনীয় হবে।

আসমে বর্ণনা করেন: "আবু ওয়ায়েল যখন নিজ বাড়িতে নামায পড়তেন তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন। কিন্তু কেউ তাকে দেখেছে এমন সময়ে যদি এটি করার জন্য তাকে সমগ্র দুনিয়াও দেওয়া হত তবুও তিনি তা করতেন না।"[হাদীসটি আহমদ বর্ণনা করেন তার 'আয-যুহদ' (পৃ. ২৯০) বইয়ে]

- প্রসিদ্ধি ও খ্যাতির স্থানগুলো থেকে সে দূরে থাকার চেষ্টা করবে; তবে যদি এর মাঝে কোন শরয়ি কল্যাণ থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।

ইব্রাহীম ইবনে আদহাম রাহিমাহুল্লাহ বলেন: 'যে ব্যক্তি খ্যাতিমান হতে চায় সে আল্লাহর সাথে সৎ নয়।' [ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন: ৩/২৯৭]

- মানুষকে দেখানোর আমল বাড়িয়ে কিংবা সুন্দরভাবে করবে না।

বলা হয়: 'ইখলাস হচ্ছে প্রকাশ্যে ও গোপনে বান্দার আমলসমূহ সমান সমান হওয়া। আর লৌকিকতা হচ্ছে তার প্রকাশ্য অবস্থা গোপন অবস্থার চেয়ে উত্তম হওয়া।'[মাদারিজুস সালিকীন (২/৯১)]

- নিজেকে সবসময় অভিযুক্ত করে যাবে, নিজের কোনো কৃতিত্ব আছে বলে মনে করবে না। সে এটা জানবে যে সমস্ত অনুগ্রহ আল্লাহর। আল্লাহর অনুগ্রহ না থাকলে সে ধ্বংস হয়ে যেত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ

"যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত তাহলে তোমাদের কেউ কখনো পরিশুদ্ধ হতে পারত না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পরিশুদ্ধ করেন।"[সূরা নূর: ২১]

- আমল করার পর ঘাটতরি কথা অনুভব করে বশেি বশেি ইস্তগিফার করব।

সাদী রাহমিাহুল্লাহ বলনে: “বান্দার করণীয় হচ্ছে কোনো ইবাদত সমাপ্ত হলে আল্লাহর কাছে ঘাটতরি জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। আমল করার তৌফকি লাভরে কারণে কৃতজ্ঞতা পোষণ করা। সে ঐ ব্যক্তরি মতো হবে না যে মনে করে ইবাদত পূর্ণ করার মাধ্যমে সে আল্লাহর প্রতি অনুগ্রহ করছে এবং এই ইবাদতরে মাধ্যমে সে উঁচু মর্যাদা অর্জন করে ফলেছে। এমন ব্যক্তি ঘৃণতি হওয়ার উপযুক্ত। অন্যদকিে প্রথম ব্যক্তরি (যে কৃতজ্ঞ হয়) আমল কবুল হওয়া এবং সে অন্যান্য আমল করার তৌফকি লাভরে উপযুক্ত হয়।”[সমাপ্ত][তাফসীরুস সা’দী: পৃ. ৯২]

- নকে কাজ করার ব্যাপারে আল্লাহর তৌফকি লাভরে দরুন আনন্দতি হব।

আল্লাহ তাআলা বলনে:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

“বলো: (তা) আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে (এসছে); অতএব তারা যনে এতে আনন্দতি হয়। তারা যা সঞ্চয় করছে তার চয়েে তা উত্তম।”[সূরা ইউনুস: ৫৮]

সুতরাং যে ব্যক্তি নজি আমলে এগুলো মনেে চলে সে ব্যক্তি মুখলসি বা একনষ্ঠিদরে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশা পোষণ করা যায়।

কন্তিু আমল একনষ্ঠিভাবে আল্লাহর জন্য সম্পাদতি হয়ছে এটি অকাট্যভাবে বলা সম্ভবপর নয়। কারণ এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছ। কন্তিু বান্দা ইখলাসরে উপায়গুলো অবলম্বন করবে এবং আল্লাহর কাছে নকে আমলরে জন্য তৌফকি প্রার্থনা করব। কন্তিু সে নজিরে ব্যাপারে কংিবা অন্য কারো ব্যাপারে ইখলাসরে নশ্চিয়তা প্রদান করবে না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।